রূপকথাপুর

দীপ মুখোপাধ্যায়

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

দুনিয়ার চোখে সূর্যের আলো পড়তেই সে উঠে পড়ল। ঠাম্মা এখনও ঘুমিয়ে আছে। ঘুমের ঠাম্মাকে কত সুন্দর লাগে। তার নরম ডানহাতটা ঠাম্মার কপালে রেখে দুনিয়া বিড়বিড় করে ঠাম্মার ভাষায়, যে ঘুমিয়ে থাকে তার ভাগ্যও ঘুমিয়ে থাকে।

দুনিয়ার এখন অনেক কাজ। ঘর সাফ করা। বাসন মাজা। ওকে কিছু বলতেই হয় না। নিজে নিজেই লক্ষ্মীসোনার মতো সবকিছু করে। একটু পরেই ইস্কুল যেতে হবে। ও এবার ক্লাস ফাইভে উঠেছে। ঠাম্মার সঙ্গে দুনিয়া থাকে পোড়ো বাড়ির ভেতর ছোট্ট একটা ঘরে। এক বিঘে জমির ওপর প্রায় একশো বছরের পুরোনো বাড়ি। ওরা ছাড়া আর কেউ থাকে না। তবে হ্যাঁ, দুটো পেয়ারা, কয়েকটা মানকচু, একটা কাঁঠাল আর একটা শিউলি ফুলের গাছ অবশ্য আছে। পলেস্তরা খসা বাড়ির দেওয়ালে লাল লাল ইট দেখা যায়। দেওয়াল ফুঁড়ে একটা অশ্বত্থগাছ বিশাল আকার নিয়েছে। একজোড়া কাঠবিড়ালী কাঁঠালগাছটায় দৌড়োদৌড়ি করে মহাআনন্দে। আর আসে নানা ধরনের পাখি। শালিক, চড়াই, পাররারা তো আছেই— ঘুঘু, ফিঙে, দোয়েলেরও দেখা মেলে। এটা যেন ওদের মুক্তাঞ্চল। সেই সঙ্গে প্রজাপতি ফড়িংরা ফরফরায়। ভাবাই যায় না কলকাতার ভেতর এমন

একটা জায়গা লুকিয়ে আছে। তবে কদ্দিন থাকবে বলা শক্ত। চোখ-ধাঁধানো হাল আমলের বাড়ি উঠবে নাকি শিগগিরি। ওদের কি এই ঘর ছেড়ে দিতে হবে? ঠাম্মা নতুন বাড়ি ভাড়া করার পয়সা পাবে কোথায়? এই তিনকুড়ির ওপর বয়সে ঠাম্মা তিনজন বাচ্চা ছেলেমেয়ের টিউশনি করে। আর বিকেলবেলা দুনিয়া একটা কম্পিউটারের দোকানে ফরমাশ খাটে। এতেই কোনোক্রমে এদের চলে যায়।

ও দুনি, কোথায় গেলি রে? ঠাম্মার গলা শোনা যায়।

দুনিয়া তখন গল্প করছে কাঁঠালগাছটার সঙ্গে। যেমন সে কথা বলে প্রজাপতির সঙ্গে বা কাঠবেড়ালীর সঙ্গে। প্রথম প্রথম ওদের ভাষা দুনিয়া বুঝতে পারত না। এখন বুঝতে কোনো অসুবিধেই হয় না। মাথার ওপর একটা শিউলি ফুল পড়া মানে শিউলিদিদির আজ ফুরফুরে মেজাজ। কিংবা সবুজ মানকচু পাতাটার ওপর ফড়িং-এর দোল খাওয়ারও মানে সে বুঝতে পারে। কাঠবিড়ালী দুটো যা ভিতু না, গায়ের ওপর শুকনো পাতা পড়লেও সুরুত করে পিঠটান দেয় ভয়ে। ওরা যে কেন মানুষের ভাষায় কথা বলতে পারে না! দুনিয়া কৌতূহলী হয়। দুনিয়ার সবচেয়ে ভালো লাগে ঠাম্মার মুখে রূপকথার গল্প। লালকমল নীলকমল, সোনারকাঠি রুপোরকাঠি, ভোঁদড়বাহাদুর বা টুনটুনির গল্প। রাত্রিতে ঘুমোবার আগে একটা গল্প তাকে শোনাতেই হবে। আর ঠাম্মাও তার ঝুলি উজাড় করে দেয়। ক্ষীরেরপুতুল খেয়ে নিয়ে মাঝেমাঝে ষষ্ঠী ঠাকরুণও বেজায় মুশকিলে পড়ে। রূপকথার রাজ্যে মগ্ন হতে হতে ঘুমের রাজ্যে তলিয়ে যায় দুনিয়া।

আর ঠাম্মা তখনও বলে চলে, এক দেশে এক রাজা ছিল.....।

কাঁঠালগাছটার ঠিক নীচে যেখানে ছায়ার সঙ্গে রোদের আড়ি সেখানে তিনটে শালিক তখন থেকে বসে আছে। একটা একা, একটা দোকা। দুনিয়াকে ওরা পাত্তাও দেয় না। আর একটা টুনটুনি দোল খাচ্ছে পেয়ারা গাছের মগডালে। রোজই আসছে পাখিটা। দুনিয়ার মনে হল সে যেন ভাব জমাতে চায়। দুনিয়া পাখিদের ভাষা জানে না। বেশ কদিন ধরে ওর মন ভালো নেই। কারণ অবশ্য ঠাম্মা। প্রায়ই ধুম জ্বর আসছে। বললে বলে, ও কিছু না। ঠাম্মা ছাড়া ওর যে কেউই নেই। দুনিয়ার বাবা-মাকেও মনে পড়ে না। আর পড়বেই-বা কী করে? ঝাপসা অন্ধকারে মিশে গেছে ওরা। এখন ঠাম্মাই সব। ওকে ইস্কুলে ভর্তি করে দিয়েছে। সেই সঙ্গে লালাবাবুদের কম্পিউটারের দোকানের কাজটাও জুটিয়ে দিয়েছে। এমনিতে সব ঠিক আছে। শুধু ভর সন্ধেবেলায় একটু বেশি ঝিমঝিম লাগে। দেখো দেখো, টুনটুনিটা দোল খাচ্ছে কী মজায়! দুনিয়ার খুব হিংসে হয়।

এসব সাতসতেরো ভাবতে ভাবতে দুনিয়া হোঁচট খেল কাঁঠাল গাছটার সামনে। কী একটা জিনিস চকচক করছে। আরে! এটা দেখছি একটা মোবাইল ফোন! দুনিয়া কৌতূহলী হয়। কুড়িয়ে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে থাকে সে। কে যে ফেলে গেল! এমন জিনিস লালাবাবুর ছেলে বুলটিরও আছে। ও অবশ্যি কোনো দিন ছুঁয়েও দেখেনি। রঙিন টিভির মতো ছোট্ট পর্দাও আছে।

দেখেছ কাণ্ড, চালাক টুনটুনিটা ঢুকে পড়েছে ফোনের ভেতর। দুনিয়া অবাক হয়। এই একটু আগেই পেয়ারা গাছে দোল খাচ্ছিল।

মানুষের ভাষায় টুনটুনিটা বলে, রুকপু।

দুনিয়ার বিস্ময় ঘটায়। এমন কথা-বলা টুনটুনি তার জানা ছিল না। তার ওপর ফোনের পর্দায় কেমন প্যাটপ্যাট করে তাকিয়ে আছে। আরে! ওকে চেনাচেনা ঠেকছে। এ কি ঠাম্মার গল্পের টুনটুনিটা?

হ্যাঁ, আমি রূকপুর টুনটুনি। ঠাওর হচ্ছে না? চোখ গোল গোল করে দেখো। কি, চিনতে পারলে?

এখন বেশ চিনেছি। তুমি টুনটুনির বই-এর টুনটুনি? তাই না?

ঠিক বলেছ। বিজ্ঞের মতোই ঠোঁট নাড়ায় সে।

তখন থেকে রূকপু রূকপু বলছ, ওটা আবার কী? দুনিয়ার কৌতূহল বাড়ে।

রূকপু আমাদের নিজেদের জায়গা। মজার জায়গা। ভালো নাম রূপকথাপুর। খুব একটা দূরে নয়। তোমার ইচ্ছে হলেই বেড়াতে আসতে পারো। চোখ বুজেই চলে আসা যায়।

বড়ো বাজে বকে টুনটুনিটা। তখন থেকে ভুলভাল বকে যাচ্ছে। দুনিয়ার মনে জিজ্ঞাসা বাড়ে।

তা, রূপকথাপুরে যেতে হলে কী করতে হবে?

প্রথমে দুচোখ বন্ধ করতে হবে।

করলাম।

এবার মনে মনে বলো, হলুদ সকাল স্বপ্ন উপুড় আর কত দূর রূপকথাপুর?

বলার সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়ার মনে হল পাখির মতন উড়ে চলেছে আকাশ দিয়ে। একটু ঠান্ডা ঠান্ডা লাগছে। যাচ্ছে তো যাচ্ছে, যাচ্ছে তো যাচ্ছে। রূপসাগরে ডুবকি দিয়ে দুনিয়া ভেসে চলে স্বপ্নের দেশে। সে যাচ্ছে এক শুকপক্ষী নায়ে চেপে। দুধসাগরে তখন উথালপাথাল ঢেউ। দুনিয়া ঠেক খায় ডাঙায়। পাশগাদাতে ফুটেছে সাতচাঁপা আর পারুল। গন্ধে ম ম করছে এদিক বাগ সেদিক বাগ। বেগুনগাছের পাতায় দোল খাচ্ছে চালাক টুনটুনিটা। যেদিকে চোখ যায় শুধু মণি আর মুক্তো। শুধু কুড়িয়ে নেবার অপেক্ষায়। ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমিরা সাত-সমুদ্র তেরোনদীর গল্প করে। সোনার পদ্মে ফুটে থাকে কলাবতী রাজকন্যার মুখ। দুনিয়ার ঘোর এবারে একটু ফিকে হয়ে আসে। চোখ খুলতে পারি? দুনিয়ার যেন তর সয় না।

প্রায় এসে গেছি। এখন আমরা গল্পপুর ছাড়িয়ে কম্পিউটার কলোনির কাছাকাছি। এইসব নিয়েই রূকপু। মানে আমাদের প্রাণের জায়গা রূপকথাপুর। দেখবে একটা বেগুন গাছের সামনে তুমি দাঁড়িয়ে আছো। আর আমি শিস দিতে দিতে দোল খাচ্ছি সবুজ পাতাটার ওপর। কী গো ক্যামন লাগছে? চোখ খোলো এবার।

দুনিয়া টের পেল সত্যিই অন্য কোথাও চলে এসেছে সে। যেদিকে তাকায় খালি সবুজ আর সবুজ গাছগাছালি। হলুদ আলোর ছুঁই লেগেছে সবুজ ঘাসপাতায়। সে রোদ্দুর দিয়ে চোখ ধুয়ে নেয়। দুচোখ ভরে দেখতে থাকে সবকিছু। সূর্যের আলো তখন পিছলে পড়েছে বেগুন গাছটার ওপর। আর সেই টুনটুনি পাখিটা বেগুন পাতার আবডাল থেকে বলে উঠল, কী গো ক্যামন লাগছে?

এটাই তবে রূপকথাপুর, তাই না টুনিদি?

ঠাওর হল এতক্ষণে?

তোমরা বুঝি সব্বাই মানুষের ভাষায় কথা বলতে পারো?

আমাদের একটাই ভাষা। পশুপাখি গাছপালা পোকামাকড় সবাই এখানে কথা বলতে পারে। এখানে কেউ মিথ্যে কথা বলে না। এখানে ভূত নেই, রাক্ষস-খোক্কস নেই। একবার ওরা ঢুকে পড়েছিল নিচুয়া মহারাজের চুটুপালু বনে। মহারাজ ওদের খেদিয়ে বের করে দিয়েছিলেন। আর ওদের দেখা যায়নি।

নিচুয়া মহারাজ কী ভোঁদড় বাহাদুরের ছেলে?

বাঃ তোমার খাসা বুদ্ধি তো। টুনটুনি খুশি হয়।

রূপকথাপুরে রূপকথার বিভিন্ন চরিত্ররা বসত করে। দেখবে দুনিয়া তুমি প্রায় সবাইকেই চেনো। আর না চিনলে আমি টুনিদি তো সঙ্গে আছিই।

রূপকথাপুর বেড়াতে কতদিন লাগবে?

সেটা বলা যায় না। আমাদের এখানে সময় বাঁধা থাকে সূর্য আর চাঁদের সঙ্গে। সূর্য মানে সকাল আর চাঁদ আর তারা মানে রাত্তির। এরাই আমাদের মাপকাঠি। কিন্তু আমাদের একটা অন্য রহস্য আছে।

বলো না টুনিদি, জেনে নেওয়া ভালো কী রহস্য?

তোমার মতো কষ্টে থাকা ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরাই এখানে বিভিন্ন চরিত্রে আছে।

বুঝলাম না। দুনিয়া কৌতূহলী হয়।

ধরো, আমি টুনটুনি। আমি থাকতাম দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুরের শীতলা গ্রামে। বাবা-মা কেউ ছিল না। দিন কাটত খুব টায়ে টুয়ে। তোমার মতো একদিন নেমন্তন্ন পেলাম রূপকথাপুর আসার। এই আনন্দদেশ থেকে ফিরতে চাইলাম না আর। ইস্টিশানের মিষ্টি দাদু প্রায় রোজই একটা করে টুনটুনির গল্প শোনাত। তখন থেকেই আমি ভাবতাম যদি কোনো দিন টুনটুনি হতে পারি সব কষ্ট ধুয়ে-মুছে যাবে। তারপর একদিন ইচ্ছেপুকুরে তিন ডুব দিয়ে নিজের ইচ্ছেমতো হয়ে গেলাম টুনটুনির বই-এর সেই বিখ্যাত টুনটুনি। এখানে আরও যেসব চেনা চরিত্রদের দেখবে কেউ এসেছে পুরুলিয়ার বোঙাবাড়ি থেকে বা বাঁকুড়ার সোনামুখী থেকে। মালদা, বীরভূম, মেদিনীপুর? তাও আছে। কি, ভারী মজার না? চমকে গেলে বুঝি? না না, তুমি দুনিয়া হয়েই থাক না কয়েকদিন আমাদের কাছে। তোমার জানা রূপকথাগুলো আরও একবার ঝালিয়ে নিতে পারবে।

দুনিয়া তখন চোখ দুটো বড়ো বড়ো করে মেলে দিল এদিক সেদিক। রোদ্দুর তখন অনেক সোনালি হয়ে গেছে। আকাশ পিছোতে পিছোতে আকাশ হয়ে যাচ্ছে। কয়েকটা মেঘ উড়ে চলেছে। দুনিয়া ভাবে, মেঘের কী জানা আছে ওরাই মেঘ? ওরাই গলে গলে বৃষ্টি হয়? দুনিয়া জানে সে এখন রূপকথাপুরে আর তখন থেকে বকর বকর করে যাচ্ছে রূপকথার টুনিদির সঙ্গে।

গেলে কই? ও টুনিদি!

আছি রে আছি, চিন্তা করিস নি।

দুনিয়ার আর তখন মনে কোনো খটকা নেই। সে বুঝতে পেরেছে এই স্বপ্নরাজ্য তারও। এখানে অজানা বলে কোনো কিছু নেই। সূর্য তখন ইচ্ছেপুকুরের জলে ভাসছে। নীল জলে একটু লালের আভা। মানকচু পাতাটার ওপর একটা জলফড়িং এসে বসল। বকুল ফুলের গন্ধে ম ম করছে চারদিক।

ইচ্ছেপুকুরে সবুজ পাতার ছায়া। সেই ছায়ার ভেতর ঢুকে পড়ল একটা ঝাঁ চকচকে পানকৌড়ি। নরম রোদ্দুরে বিকেল প্রায় হয় হয়। চারটে বেগুনপাতা ঠোঁট দিয়ে বুনে বুনে মজাদার বাসা বানিয়েছে টুনটুনি। তির তির করে নড়ছে ওটা।

বুঝলে দুনিয়া, আগে এটা নাককাটা রাজাদের জমি ছিল। এখন সে রাজাও নেই সে রাজত্বও নেই। দুনিয়া একটা ঢোঁক গিলে বলল, ভারী মজা তো? তুমি তবে স্বাধীন রুকপুর স্বাধীন টুনিদি।

টুনটুনি আহ্লাদে ঠোঁট ঘষে বেগুন পাতায়। সেই ভর বিকেলে পাড়া বেড়াচ্ছে দুধসাদা বেড়ালনী। সে আর দুষ্টু নয়। মিষ্টি হেসে বলে, ক্যামন আছিস লা টুনটুনি? সঙ্গের মেয়েটাকে নতুন নতুন ঠেকছে!

ওর নাম দুনিয়া। বেড়াতে এসেছে কটা দিনের জন্য রুকপুতে।

তা বেশ, তা বেশ। বেড়াল খুশিতে ডগমগ হয়। বেগুন গাছে গোঁফ মুছে নিয়ে হাঁটি হাঁটি পা পা করতে করতে সে বোধ হয় চলল ইচ্ছেপুকুর বাঁয়ে রেখে শালপিয়ালের বনে। সেখানে মাটিতে পড়ে আছে কচি কলাপাতা রঙা অজস্র শালফুল।

বিড়ালনীর বদলটা লক্ষ করলে দুনিয়া?